ভারতীয় অর্থনীতি : ৭০ বছরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা
গত ৭০ বছরে অর্থনৈতিক ইতিহাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লক্ষণীয়

Posted On: 10 OCT 2017 4:47PM by PIB Kolkata

গত ৭০ বছরে অর্থনৈতিক ইতিহাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লক্ষণীয়। এর মধ্যে পড়ে ১৯৬৬, ১৯৮১, ও ১৯৯১-র সঙ্কট এবং অর্থনৈতিক আতান্তর সামলে বিশ্ব বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিকাশ হার অর্জন।

গোটা ১৯৬৫ সাল জুড়ে বিদেশ বাণিজ্যে ভারসাম্য বজায় না থাকায় দেশকে ভুগতে হয়েছে যারপরনাই। ১৯৬৬-র গোড়াতে, বিদেশী মুদ্রার ভাঁড়ার গিয়ে ঠেকে একেবারে তলানিতে। সঙ্কট উতরোতে ২০ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ মঞ্জুরির প্রস্তাব অনুমোদন করে আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার। আমাদের পণ্যের রপ্তানি প্রতিযোগিতার ক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, বিশ্ব বাজারের সঙ্গে দেশি জিনিসের দামে তালমিল রাখার জন্য টাকার অবমূল্যায়ন বা দাম কমানো হয় ৩৫.৫ শতাংশ। মার্কিন ডলারের দাম ৪.৭৫ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৭.৫০ টাকা। পাউন্ড ১৩.৩৩ থেকে ২১ টাকা। সরকার প্ল্যান হলিডে বা যোজনা ছুটি ঘোষনা করে। দু'বছর খরা, দু'দুটি যুদ্ধ ও টাকার দাম কমানোর কারণে অর্থনৈতিক ডামাডোল হেতু ৪র্থ পাঁচসালা যোজনায় ইতি টেনে, তার বদলে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ চলে। উন্নয়নের পথ দেখাতে, রপ্তানি বাড়ানো ও শিল্প সম্পদের দক্ষ ব্যবহারের সুলুকসন্ধানে চটজলদি নজর দিয়েছিল এই বার্ষিক যোজনাগুলি। টাকার অবমূল্যায়ন অবশ্য ব্যর্থ হয়; এটা তার লক্ষ্যপূরণ করতে পারে নি। প্রতিশ্রুত বিদেশী সাহায্যের একটা সামান্য অংশই হাতে পাওয়া গেছিল।

বিদেশ বাণিজ্য ভারসাম্য দারুন মার খায় ১৯৭৯-৮০তে। সোজাসাপটা কথায়, বিদেশ বাণিজ্য বিপুল ঘাটতি। মূল্যস্ফীতি বা দাম বৃদ্ধিও চড়চড়িয়ে ওঠে ২২ শতাংশ। পেট্রোপন্য ও সারের জন্য বেশি দাম চোকাতে হওয়ায় আমদানি ব্যয় যায় ঢের বেড়ে। বাণিজ্য ঘাটতি বাড়ে হুহু করে। সরকার নজিরবিহীন মাত্রায় ঘাটতি অর্থসংস্হান বা নোট ছাপিয়ে ঘাটতি পূরনের পথ ধরে। ১৯৮৩-তে, স্বল্পকালীন বিপুল ঘাটতি মেটাতে ভারত ২৬.৬০ কোটি ডলার স্পেশ্যাল ড্রইং রাইটস (এসিডিআর) বা ঋণ তোলে। রপ্তানিতে সাময়িক ঘাটতির সমস্যা মোকাবিলায় ভারতকে ৫০ কোটি ডলার ঋণের প্রস্তাব অনুমোদন করেছিল আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার। বিদেশ বাণিজ্যে ঘাটতি কমাতে সরকারের স্ট্র্যাটেজি বা পরিকল্পনা ছিল দেশে পেট্রোপণ্য, সার, ইস্পাত, রান্নার তেল ও লৌহতর ধাতুর উৎপাদন বৃদ্ধি। বিদেশ বাণিজ্যে ঘাটতি কমাতে সরকারের এই পরিকল্পনায় সুফল মেলে যথেষ্ট। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডার থেকে প্রাপ্য বাদবাকি ঋণ আর না তোলার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার।

১৯৬৬ ও ১৯৮২-তে ছড়া মুদ্রাস্ফীতি ও বিদেশী মুদ্রা ভাঁড়ারের করুণ অবস্হা সামলানোর সময়কালে মুদ্রা ভান্ডারের কর্মসূচি ভারতকে সাহায্য করেছিল। অর্থাৎ ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারে তা ছিল খানিকটা সফল। পাঁচ শতাংশর মত উল্লেযোগ্য বিকাশ হার সত্ত্বেও অর্থনীতিতে ভারসাম্যহীনতা ও কাঠামোগত অনড়তা বা গতানুগতিকতা নিয়েই ভারত প্রবেশ করে নব্বই দশকে। ১৯৯১-এ বিদেশ বাণিজ্যে এই বিপুল ঘাটতি পিছলে ছিল বেশ কিছু প্রতিকূল অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্হ ঘটনাদি। এই সঙ্কটের আবর্ত থেকে, উঠে আসে এক ব্যাপক সংস্কার এজেন্ডা। সৌজন্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের মদতদানের কর্মসূচি। সংস্কারের কাজ এগিয়েছিল বেশ ভালোমতই।

১৯৯১-এর ২৭ আগস্ট, ভারত ১৬৫.৬০ কোটি ডলার এসডিআর (ঋণ)এর জন্য আর্জি জানায় আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডারের কাছে। অর্থনীতি সংশোধনের স্ট্র্যাটেজিতে ছিল ১৯৯১-র জুলাইতে গৃহীত অবিলম্বে স্হিতিশীলতা আনার লক্ষ্যে এক গুচ্ছ পদক্ষেপ চালু করা। ভারতীয় অর্থনীতির উপর আস্হা ফিরিয়ে আনা ও স্বল্প মেয়াদে পুঁজির বহির্গমন আটকাতে টাকার বিনিময় মূল্য ১৮.৭ শতাংশ হ্রাস, সুদের হার বৃদ্ধি সহ অর্থনৈতিক নীতির আরও কড়াকড়ি এসবের অন্যতম। আগেকার নীতি থেকে সরে আসতে, আর্থিক সংহতি ও আমূল কাঠামো সংস্কার-এই দুই স্তম্ভকে অবলম্বন করে তৈরি হয় এক ব্যাপক কর্মসূচি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের ১৯৯১-৯২-এর কর্মসূচি বিভিন্নভাবে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের মিলজুল সুনিশ্চিত করেছে।

২০০৭-এ শুরু দুনিয়া জোড়া আর্থিক সংকট চরমে ওঠে ২০০৮-এর সেপ্টেম্বর, ধস নামে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক অর্থ সংস্হায়। ভারতের শেয়ার বাজারের পতন হয় ৬০ শতাংশ, পোর্ট ফোলিও অর্থাৎ শেয়ার-বন্ড ও ব্যাঙ্কে বিদেশী বিনিয়োগ যায় কমে এবং ডলারের সাপেক্ষে টাকার দাম ২০ শতাংশ নেমে যায়। ডলারের দাম বেড়ে দাঁড়ায় ৫০ টাকা। পাশ্চাত্যের সঙ্গে ভারতীয় অর্থনীতির বিযুক্তি বা গাঁটছড়া খোলার আশা পুরো ধুলিসাৎ হয়। ২০০৮-র ৭ ডিসেম্বর ও ২০০৯ এর ২ জানুয়ারী ঘোষিত দুটি প্যাকেজে ছিল ঢালাও আর্থিক সুযোগ-সুবিধা। অর্থনৈতিক নীতির কড়াকড়ি শিথিল করতে ও টাকার যোগান বাড়ানোর জন্য কয়েকটি পদক্ষেপ করে ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। নগদ জমার অনুপাত, বিধিবদ্ধ নগদ অনুপাত ও গ্রাহককে ঋণ দেওয়ার আগে সোনা, সরকার অনুমোদিত শেয়ার-বন্ডে টাকা গচ্ছিত রাখার অনুপাত হ্রাস এর অন্যতম। উৎপাদনশীল ক্ষেত্রে

টাকার প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করা ছিল এর লক্ষ্য। আন্তর্জাতিক মন্দা থেকে উতরে অর্থনীতি চাঙ্গা করার ক্ষেত্রে ভারত অন্যতম অগ্রণী দেশ। আর্থিক সুযোগ-সুবিধের ব্যবস্হার সঙ্গে তড়িঘড়ি রাজস্ব ও অর্থনৈতিক নীতি গ্রহনের সুবাদে প্রাক-সঙ্কটের আগের বিকাশ হার ফিরিয়ে আনা গেছে। বেড়েছে পুঁজি আসা-ও। আর্থিক বাজার থিতু হয়েছে। ২০০৯-১০-এ ৬.৭৫ থেকে বেড়ে বিকাশ হার ২০১০-১১ সালে ৮ শতাংশে পৌঁছনর হিসেব করা হয়েছিল। টাকার বিনিময়মূল্যের চড়া ওঠাপড়া রুখতে যথাযথ ব্যবস্হা নেওয়া হয়।

২০১৬-র ৮ অক্টোবর, ইন্টারন্যাশনাল মানিটারি এন্ড ফিনানসিয়াল কমিটির বার্ষিক বৈঠকে অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি জানান, বিশ্বে বৃহৎ অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারতে সবচেয়ে বেশি ৭-২ শতাংশ বিকাশহার বিদেশী মুদ্রা সঞ্চয় ৩৭২০ কোটি ডলার, চলতি খাতে ঘাটতি (-) ১.১ শতাংশ এবং ভোগ্যপণ্য মূল্য সূচকে বৃদ্ধি মাত্র ৫.০৫ শতাংশ। বেসরকারি ক্ষেত্রে ঋণ বাবদ খরচ কম কমানোর ও দাম থিতু রাখার মাধ্যমে আর্থিক সংহতি আনতে সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। ভরতুকির ক্ষেত্রে সংস্কারে হাত পড়েছে। কেবলমাত্র উদ্দিষ্ট ব্যক্তিরাই যাতে এর সুবিধে পায়, সেজন্য ভরতুকিকে জোড়া হয়েছে আধারের সঙ্গে। সরকার এক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অর্থনৈতিক নীতি কমিটির গঠন ও ২০১৬-২১ সময়কালের জন্য মুদ্রাস্ফীতি ৪ শতাংশে বেঁধে রাখার লক্ষ্য স্হির করেছে। মুদ্রাস্ফীতির হার অবশ্য ২ শতাংশ কম বা বেশি হতে পারে। কর সংস্কারের ক্ষেত্রে জিএসটি এক বড়সড় ঘটনা। আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভান্ডারের দাক্ষিন্যের ওপর ভরসা করা থেকে দেশকে বৃহৎ বিশ্বের অর্থনীতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিকাশহারে অর্থনীতিতে রূপান্তর স্বাধীনতা লাভের ৭০ বছরে নিঃসন্দেহে এক উল্লেখযোগ্য সাফল্যগাথা।

- লেখক হলেন ১৯৮৯ ব্যাচের আইএএস। বর্তমানে আজমেঢ়-এ রাজস্হান ট্যাক্স বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত। তিনি একসময় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিব পদে ছিলেন।

নিবন্ধে প্রকাশিত মতামত লেখকের নিজস্ব

PG/SM/NS/...

(Release ID: 1505515) Visitor Counter : 2

Background release reference

গত ৭০ বছরে অর্থনৈতিক ইতিহাসে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লক্ষণীয়